সংবাদ
পৃঃ ৫
তাং ৩১/৮/২০০৪

## কৃষিতেও পিছিয়ে নেই নারীরা

# বিজ্ঞানী তমাল লতার উদ্ভাবন বাংলামতি, সরু বালাম ধান

মোস্তফা কামাল, কিশোরগঞ্জ

বিশ্বের সর্ববৃহৎ ব-দ্বীপ হিসেবে পরিচিত বাংলাদেশ কৃষির জন্য বেশ উর্বর। আর সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আমাদের দেশের কৃষিতে অভূতপূর্ব উন্নয়নও ঘটেছে। দেশের কৃষি বিজ্ঞানীরা নানা জাতের ফসলের নতুন নতুন উন্নত জাত উদ্ভাবনে নিরলস গবেষণা করে যাচ্ছেন। আর এই নতুন জাত উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে আমাদের দেশের নারী বিজ্ঞানীরাও পিছিয়ে নেই। এর এক অনন্য দৃষ্টান্ত গাজীপুরের ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানী ড. তমাল লতা আদিত্য। আর কৃষি বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবিত নতুন নতুন জাত মাঠ পর্যায়ে ছড়িয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে কৃষি বিভাগের সব শাখার সম্মিলিত অক্লান্ত প্রচেষ্টা কৃষিকে দিন দিনই এক অন্য উচ্চতায় নিয়ে যাচ্ছে।

গাজীপুরের ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. তমাল লতা আদিত্যের নেতৃত্বে ৬টি নতুন জাতের ধান উদ্ভাবিত হয়েছে। এর মধ্যে ভারত এবং পাকিস্তানের বিখ্যাত ধান বাসমতির বিকল্প 'বাংলামতি' এবং 'সরু বালাম' ধান নামেও দুটি নতুন জাত তিনি উদ্ভাবন করেছেন। বাংলামতি ধানের চাল বেশ সরু ও সুগন্ধি। এটি বোরো মৌসুমে আবাদ করা যায়। ফলন হয় বিঘায় ২৩ থেকে ২৫ মণ- যা 'ব্রি ধান-২৮' জাতের তুলনায় বেশি। অন্যদিকে সরু বালাম চাল রান্না করার পর ভাত একটু লম্বাটে ধরনের হয়। নতুন ধানের একটি জাত তমাল লতা লন্ডনে পিএইচডি করার সময় টিস্যু কালচার পদ্ধতিতে উদ্ভাবন করেছেন বলে জানিয়েছেন।

ড. তমাল লতা আদিত্য সহকর্মীদের নিয়ে গত ২৩ আগস্ট কিশোরগঞ্জের পাকুন্দিয়া উপজেলার চণ্ডিপাশা ইউনিয়নের চিলাকাড়া এলাকার মাঠে এসেছিলেন নেরিকা মিউট্যান্ট ধানের ফলন পর্যবেক্ষণ করতে। তখন এ প্রতিনিধির সঙ্গে আলাপকালে জানান, তিনি সহকর্মীদের নিয়ে গাজীপুরের ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটে দীর্ঘ প্রায় একযুগ গবেষণা করে ব্রি-৪৯, ৫০, ৫৬, ৫৭ ও ৬৩ জাত উদ্ভাবন করেছেন। এই জাতগুলি সংকরায়নের মাধ্যমে প্রচলিত প্রজনন পদ্ধতিতে উদ্ভাবন করা হয়েছে। ড. তমাল লতা ব্রি-৫০ ধানের নাম দিয়েছেন 'বাংলামতি'। কারণ এটি ভারত এবং পাকিস্তানের বাসমতি চালের মতো সরু এবং সুগন্ধি। এই ধান বোরো মৌসুমে আবাদ করা যায়। আর ব্রি-৫০ চালের দাম একটু বেশি বলে এটা আবাদ করে কৃষকরা বেশ লাভবানও হতে পারবেন বলে তিনি মনে করেন। আর ব্রি-৬৩ জাতটি বালাম চালের মতো বলে ড. তমাল লতা এর নাম দিয়েছেন 'সরু বালাম'। সরু বালাম রান্নার পর ভাত বেশ লম্বাটে হয়ে যায়। ভাতগুলো চালের দেড়গুণ লম্বা হয়। অন্যদিকে ব্রি-৪৯ জাতটি রোপা আমন মৌসুমের জন্য উদ্ভাবন করা হয়েছে।

ব্রি-৫৬ এবং ব্রি-৫৭ জাতও সরু এবং খরা সহিষ্ণু। বৈচিত্র্যময় আমাদের এই দেশে প্রায়শই দীর্ঘ অনাবৃষ্টি বা খরা দেখা দেয়। তখন ধানের বেশ ক্ষয়ক্ষতি হয়। দেখা দেয় ফলন বিপর্যয়। ফলে খরাসহিষ্ণু ব্রি-৫৬ এবং ব্রি-৫৭ জাত আবাদ করলে কৃষকরা বিপর্যয়ের হাত থেকে রেহাই পেতে পারেন বলে ড. তমাল লতা মন্তব্য করেছেন।

এছাড়াও ড. তমাল লতা লন্ডনে পিএইচডি করার সময় গবেষণা করে টিস্যু কালচার পদ্ধতিতে 'ব্রি-৫৮' জাত উদ্ভাবন করেছেন। এটি বোরো মৌসুমে আবাদ করা যাবে। ব্রি-২৯ ধানের চেয়ে 'ব্রি-৫৮' ধানের ফলন হবে বেশি, ধান কাটাও যাবে অন্তত ১০ দিন আগে। হাওরের জমিগুলো এক ফসলি হওয়ায় কৃষকরা চেষ্টা করেন অধিক ফলনশীল ধানের আবাদ করতে। সেই কারণে বহু বছর ধরেই কৃষকরা ব্রি-২৯ ধান আবাদে বেশি আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু ব্রি-২৯ ধান একটু বিলম্বে পাকে বলে এই ধান কাটার আগেই অনেক সময় আগাম বন্যায় তলিয়ে যায়। নতুন উদ্ভাবিত ব্রি-৫৮ বোরো মৌসুমের ধান, ফলন বেশি, কাটাও যায় ব্রি-২৯ ধানের চেয়ে ১০ দিন আগে। কাজেই হাওরের কৃষকরা নিরাপদ ও লাভজনক ভেবে ব্রি-৫৮ ধানের দিকে আকৃষ্ট হবেন বলে ড. তমাল লতার ধারণা। কিশোরগঞ্জের কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতরের উপ-পরিচালক অমিতাভ দাস এবং উদ্ভিদ সংরক্ষণ বিশেষজ্ঞ প্রশান্ত কুমার সাহাও জেলার হাওরের কৃষকদের আগামীতে 'ব্রি-৫৮' আবাদে উদ্বুদ্ধ করবেন বলে এ প্রতিনিধিকে জানিয়েছেন।

এছাড়া, গাজীপুর ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. পার্থসারথী বিশ্বাসও সংকরায়নের মাধ্যমে প্রচলিত প্রজনন পদ্ধতিতে 'ব্রি-৬৪' নামে একটি সরু ধানের জাত উদ্ভাবন করেছেন। ড. পার্থ সারথী এ প্রতিনিধিকে জানান, ব্রি-৬৪ চালের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, প্রতি কেজি চালে ২৫ মিলিগ্রাম জিঙ্ক থাকে। ফলে এই চালের ভাত সবার জন্যই বেশ উপকারী। বিশেষ করে গর্ভবতী মায়েদের জন্য বেশ উপযোগী। তারা দৈনিক

*মাঠে নেরিকা মিউট্যান্ট ধান পরীক্ষা করছেন ড. তমাল লতা*

৪০০ গ্রাম চালের ভাত খেলে জিঙ্ক চাহিদার ৪০ শতাংশ পূরণ হবে। এতে প্রসূতি এবং গর্ভের সন্তান উভয়েরই উপকার হবে। প্রতি বিঘায় এই ধানেরও ২২ থেকে ২৩ মণ ফলন হবে বলে ড. পার্থসারথী জানিয়েছেন।

অন্যদিকে ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের আরেক প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. ইফতেখারুদ্দৌলাও তার সহকর্মীদের নিয়ে সংকরায়নের মাধ্যমে প্রচলিত প্রজনন পদ্ধতিতে 'ব্রি-৫১' এবং ১ব্রি-৫২' নামে দুটি নতুন জাত উদ্ভাবন করেছেন। ব্রি-৬৩ এবং ব্রি-৬৪ জাত দুটি গত ২০ আগস্ট বীজ হিসেবে অবমুক্ত করা হয়েছে বলে ড. তমাল লতা জানিয়েছেন। আর অন্য জাতগুলো আরও আগেই অবমুক্ত হয়েছে।

যে কোন ফসলের জন্যই কিশোরগঞ্জের মাটি বেশ উর্বর। ফলে কৃষকদের উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে এসব নতুন উদ্ভাবিত ধানের আবাদ করাতে পারলে কৃষকরা যেমন লাভবান হবেন, জাতীয় খাদ্য চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রেও ইতিবাচক প্রভাব পড়বে বলে সংশ্লিষ্টরা মনে করেন।